



49898 - নারীদের মসজিদে উদ্দেশ্যে বরে হওয়ার শর্তসমূহ

প্রশ্ন

একজন নারীর জন্য কি তাহাজ্জুদে সালাত আদায় করার জন্য মাহেরমে ছাড়া মসজিদে যাওয়া জায়যে? যহেতে মসজিদটি বাড়ির পাশেই অবস্থিত। কিন্তু বাড়ির পুরুষ লোকেরা এই সালাত আদায় করে না

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামায আদায় করার জন্য নারীদের মসজিদে যাওয়া জায়যে আছে। তবে কিছু শর্ত আছে। এই শর্তসমূহের মধ্যে ‘মাহেরমে সঙ্গে থাকতে হবে’ এমন কোন শর্ত নেই। তাই সালাতের আদায়ের জন্য মাহেরমে ছাড়া মসজিদে যেতে কোন বাধা নেই।

ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়মি (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) ৭/৩৩২) তে এসেছে: সালাত আদায় করার জন্য মুসলিম নারীর মসজিদে যাওয়া জায়যে। কোন নারী তার স্বামীর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলে স্বামী তাকে নষিধে করতে পারবে না; যদি তিনি পরদা করে বরে হন এবং তার শরীরে এমন কিছু উন্মুক্ত না থাকে যা গায়রে-মাহেরমে কউে দেখা হারাম। এর দলীল হচ্ছে- ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: “আপনাদের নারীরা যদি আপনাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তাদেরকে অনুমতি দিনি।” অন্য এক রোয়ায়তে এসেছে- “নারীদেরকে তাদের মসজিদে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবনে না, যদি তাঁরা আপনাদের কাছে অনুমতি চায়।” বলিল বললনে (তিনি হলনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রাঃ) এর পুত্র: আল্লাহর কসম আমি তাদেরকে (নারীদেরকে) অবশ্যই নষিধে করব। তখন তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললনে: আমি বলছি, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন” আর তুমি বলছ “অবশ্যই আমি তাদেরকে নষিধে করব?” [সহীহ মুসলিম (৪৪২)।] তবে নারী যদি পরদা না করে এবং তার শরীরে এমন কোন অংশ উন্মুক্ত থাকে যা গায়রে মাহেরমে পুরুষেরে দেখা হারাম অথবা নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে তার জন্য এ অবস্থায় ঘর থেকে বরে হওয়াই জায়যে নয়। নামাযের জন্য মসজিদে উদ্দেশ্য বরে হওয়া তা আরও দূরে বিষয়। কারণ এতে ফতিনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আপনি মুমিন নারীদেরকে বলতে দিনি যেনে তারা তাদের দৃষ্টিকে নত রাখতে এবং তাদের লজ্জাস্থানে হফিজত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তারা যেনে তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখতে এবং নিজ স্বামী... ছাড়া অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।” [সূরা নূর ২৪:৩১] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :



“হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমনি নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের ‘জলিবাব’(সর্ববাঙগ আচ্ছাদনকারী চাদর)এর কিছু অংশ নজিদেরে (মুখেরে) উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে (দাসী নয়, স্বাধীন হিসেবে) চনোর ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা। ফলে তাদেরকে উত্থকত করা হবে না। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আল-আহযাব৩৩:৫৯]

যয়নব আস-সাক্বাফয়িয়াহ হতে প্রমাণতি হয়ছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করছেন যে, তিনি বলছেন: “আপনাদের (নারীদের) কটে এশার সালাতে উপস্থতি হতে চাইলে, তিনি যেন সেই রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করেন।” অন্য এক রওয়ায়তে আছে, “আপনাদের (নারীদের) কটে মসজদি উপস্থতি হতে চাইলে, তিনি যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করেন।”[সহীহমুসলমি (৪৪৩)]। সহীহ হাদিসসমূহে প্রমাণতি হয়ছে যে, মহলা সাহাবীগণ তাদের কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডলসহ শরীর আবৃতকরে ফজররে জামাতে উপস্থতি হতনে। এতে কোন মানুষ তাদেরকে চনিত পেরত না।

‘আমরাহ বনিত আব্দুর রহমান থেকে প্রমাণতি হয়ছে যে, তিনি বলেন: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামএর স্ত্রী আয়শোরাদয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “বর্তমানে নারীরা যা শুরু করছেতো যদি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামদখেতনে তবে তিনি মহলাদের জন্য মসজদি যাওয়ানধিধে করে দতিনে; যভেবে বনী ইসরাঈলের নারীদের জন্য মসজদি যাওয়া নধিধিধ করা হয়ছিলি। আমরাহকে জিজ্ঞেসে করা হলো: বনী ইসরাঈলের নারীদের জন্য কি মসজদি যাওয়া নধিধিধ করা হয়ছিলি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। [সহীহ মুসলমি (৪৪৫)]

এই দলীলগুলো থেকে স্পষ্ট নর্দিশেনা পাওয়া যায় যে, মুসলমি নারী যদি তার পোশাকরে ক্ষত্রেই ইসলামী অনুশাসন মনে চলে এবং ফতিনার উদ্রেককারী ও দুর্বল ঈমানদাররে মনআকর্ষণ সৃষ্টিকারী সটৌন্দর্যপ্রদর্শন থেকে বরিত থাকে, তবে তাকে মসজদি সালাত আদায় করা থেকে নধিধে করা যাবনো। আর যদি সে এমন অবস্থায় থাকে যা মন্দ লোকদের মাঝে আকর্ষণ তরী করে এবং যাদের ঈমান নড়বড়ে তাদেরকে ফতিনায় ফলে দেয় তবে তাকে মসজদি প্রবশেবোধা দয়ো হবে। বরং তাকে নজি বাড়রি বাইরে যাওয়া থেকে এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত স্থানগুলোতে প্রবশে করা থেকে বাধা দয়ো হবে।” সমাপ্ত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীনরাহমাহুল্লাহ মাজমু আল-ফাতাওয়া(১৪/২১১) এ বলছেন: “যদি ফতিনার আশংকা না থাকে তবে তারাবীর সালাতে নারীদের উপস্থতি হওয়াতে কোন সমস্যা নহে। তবে শরত হলো- তারা শালীনভাবে সটৌন্দর্য প্রকাশ না করে বরে হবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।” সমাপ্ত শাইখ বকর আবু যাইদ তার ‘হরিসাতুল ফাদবলিাহ’ (পৃ- ৮৬) নামক গ্রন্থে নারীদের মসজদি বরে হওয়ার সকল শরত একত্রতি করছেন। সেখানে তিনি বলেন:

“নমিন্তকতবধিবিধিনরে আলোক মুসলমি নারীকে মসজদি যাওয়ার অনুমতি দয়ো হয়ছে:

(১) সে নজি ফতিনায় পড়া অথবা তার দ্বারা অন্য কটে ফতিনাগ্রসত হওয়া থেকে আশংকামুক্ত হওয়া।

(২) তার সেখানে উপস্থতি হওয়ার ক্ষত্রে শরয়িতকর্তৃক নধিধিধ কোন বধিয় সংঘটিতি না হওয়া।



(৩) রাস্তায় অথবা মসজিদে পুরুষদের সাথে ভিড়ি না করা।

(৪) সুগন্ধি ব্যবহার না করে বেরে হওয়া।

(৫) পরপূর্ণ হজিব পরধিন করাযাতে কোন প্রকার সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়।

(৬) নারীদের জন্য মসজিদে আলাদা প্রবেশপথ থাকা। যাতে নারীরাসে পথ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে ও বেরে হতে পারে। এই প্রসঙ্গে সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে।

(৭) নারীদের কাতার পুরুষদের কাতারেরে পছিনে হওয়া।

(৮) নারীদের কাতারেরে মধ্যে উত্তম হলো সর্বশেষে কাতার। আর পুরুষদেরে ক্ষেত্রে এর বিপরীত।

(৯) যদি ইমাম নামাযে কোন ব্যতিক্রম করে তবে পুরুষরা তাসবীহ পাঠ করবে এবং নারীরা ডান হাতেরে তালু দিয়ে বাম হাতেরে কব্জরি উপর তালি দিয়ে শব্দ করবে।

(১০) নারীরা পুরুষদেরে আগে মসজিদ থেকে বেরে হবে। নারীরা ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত পুরুষরা অপেক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে উম্মে সালামাহরাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে সহীহ বুখারীতে ও অন্যান্য কতিবহে হাদিস প্রমাণিত হয়েছে।”সমাপ্ত